ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী -৭
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
সত্যি খুব সুন্দর লাগছে আজকে সবকিছু। বলল বজলু।
বজলু টের পাচ্ছে ওর ভিতরের স্পন্দন। কথা কেঁপে যাচ্ছে। হার্টবিটের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছে। মিলা ওর অসাধারন দুটো চোখ মেলে তাকিয়ে হাসল শুধু। মিলাকে খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ওর ভিতরে কোনো উত্তেজনার ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে না।
বজলু উঠে গিয়ে মিলার পাশে বসল। মিলা মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল, উহু নিজের জায়গায় গিয়ে বসো।
না। তোমার পাশে বসতে ইচ্ছে করছে। বলে মিলার হাত তুলে নিল হাতে। মিলার সুন্দর আঙুলে ঠোঁট ছোঁয়ালো। মিলা ওর দিকে তাকালো চোখ বড় বড় করে।
কী হচ্ছে এসব।
কিছু না। তুমি এত সুন্দর কোনো মিলা।
বানিয়ে কথা বলবা না। আমি এত সুন্দর না।
তোমার মনটা অনেক সুন্দর।
তুমি অনেক পটাতে পারো।
বিদ্যা! মোটেও পটাচ্ছি না।
বজলু যেটা করলো সেটার জন্য বজলু নিজেও প্রস্তুত ছিলনা। মিলার চুল এবং শরীর থেকে এমন যাদুকরী সুঘ্রান ছড়াচ্ছিল যে বজলু নিজেকে সম্বরণ করতে পারছে না। বজলু অনিবার্যতাকে অবহেলা করতে পারে না। যা হবার তাতো হবেই। পরিবেশের একটা ব্যাপার থাকে। আছে আকংখার মূল্য দেয়া। বজলু মিলার মুখটা কাছে নিয়ে চুমু খেলো ঠোঁটে। মিলা মনে হয় প্রস্তুত হয়েই ছিল। সে গভীর আশেষে বজলুর দুটো ঠোঁট মুখে পুরে নিল। চুম্বনের এমন মোহনিয়তা আছে বজলুর জানা ছিলনা। মিলা বজলুর গলায় বুকে সর্বত্র্য চুমু খেয়েই চলেছে। বজলুও মিলাকে পরম মমতার সাথে আকড়ে ধরে রেখেছে। মিলার শার্টের বোতাম খুলে গেছে। ঘরের শুনশান নিরবতায় দুজন মানুষের ভালবাসার নিঃশাস ব্যতিত আর কিছুই নেই প্রকৃতিতে। মিলা বজলুর কোলে উঠে বসেছে। ওর দিকে মুখ করে। বজলুর মনে হচ্ছে এই মানুষটি শুধুই তার। আর কারো না। এভাবেই চলতে পারতো। তাতে পৃথিবীর খুব কিছু ক্ষতি হতো না।
কিন্তু মিলার হঠাৎ কী হলো। সে নেমে গেলো কোল থেকে। বলল, না!
কী! বজলু বিস্ময়ের সাথে বলল।
কিছু না।
মিলার মুখ চোখ লাল। কিছুটা হাপাচ্ছে।

মিলার একটা প্রতিশোধ আছে। কিসের ভাল করে জানে না। তাছাড়া এই মানুষটাকে এত কাছে টানার কি আছে! বস্তুত ও মিলার কেউনা। ওতো মিলাকে ফেলে চলে যাবে। পৃথিবীতে কেউ কারো না। পুরূষ মানুষদের বিশ্বাস করতে নেই। মধু লুটে চলে যাবে। মিলার তখন খারাপ লাগবে না! প্রতিটা মেয়ে ভালবাসার মানুষকে সবসময় পাশে চায়। বজলুকে মিলা আর কতটুকু জানে! ওর চোখে মিলা কোনো ভালবাসা দেখতে পায়নি। তারপরও বজলুর প্রতি নিষিদ্ধ আকর্ষন অনুভব করছে। মানুষ এমনই। মিলাতো কখনও ভালবাসা পায়নি। ওর স্বামী ওকে কখনও ভালবাসেনি। এটা মিলা জানে। মেয়েদের চেয়ে আর কে ভাল জানে পুরুষদের!

তুমি যাও।

না!

পীজ যাও।

বজলু মিলাকে আবার কাছে টেনে নিতে যায়। কিন্তু মিলা সরে যায়। দুজনের একটা কানামাছি খেলা চলতে থাকে। মিলা দ্বিধান্বিত। সবকিছু কী বেশী তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে! বজলু মিলাকে জোর করে আকড়ে ধরে। মুখে গলায় কামড়ে দিতে থাকে। বজলু নিজেকে প্রত্যাখ্যাত ভাবতে পারছে না। মিলা কেনো ডাকলো! কেনো আবার এরকম আচরন করছে! কিছুই বুছতে পারে না বজলু। মিলা দৌড়ে বেডরুমে গেলো। বজলু সেখানে গিয়েই মিলাকে জোর করে খাটে শুইয়ে ফেললো। বুকের মধ্যে আকড়ে ধরে ওকে পিষে ফেলতে চাইছে। মিলা ঠাস করে একটা চর মারলো বজলুর গালে।

বজলু এরপরও চাইলে মিলাকে পেতে পারতো। কিন্তু বজলু উঠে গেলো।

তুমি যাও!

ওকে। আবার কবে দেখা হবে।

আর দেখা হবে না।

বজলু সত্যি সত্যি সেদিন চলে এসেছিল। মেয়েরা কত অদ্ভুত। মানুষ কত বদলে যায়। মিলা পরে নিজেই বজলুকে ফোন করেছে। অনেক কথা বলেছে। বজলু বুঝতে পারছিল মিলা চাইছে বজলু ওর বাসায় আবার যাক। কিন্তু বজলু ইচ্ছে করেই আর যায় নি। মেয়েদের মন বোঝা সত্যিই কঠিন।

১২.

মিলাই ফোন ধরল। তিন চার মাস আগে মিলার একটা মেইল পেয়েছিল। তখনও ঠিক ছিল না বজলু বাংলাদেশ আসবে। অনেকদিন পর মেইল পেয়ে বজলুর ভালো লেগেছিল। বজলুর ধারনা হয়েছিল মিলার সাথে সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে চিরদিনের জন্য। বজলু একটু আবেগের বশবর্তী হয়ে দীর্ঘ রিপাই দিয়েছিল। মিলা কিন্তু আর কোনো রিপাই করেনি। তখনই জানিয়েছিল ও একটি পুত্র সন্তানের মা হয়েছে। খুউব হ্যাপী। লিখেছে তার সময় কাটানোর আর কোনো অসুবিধা নেই। বজলু যে বাংলাদেশে এসেছে এটা মিলা জানে না।

কেমন আছো মিলা!

ওহ্ তুমি!
থ্যাংকস চিনেছো বলে।
চিনবো না কেনো। কবে এসেছো।
বজলু কৌশলী উত্তর দিল, এই তো।
কোথায় উঠেছো!
ধানমন্ডি। তোমার ওখানে উঠতে পারলে ভাল হতো। তোমার গেষ্টরুমটা সুন্দর।
মিলা একটু কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল, থাক হয়েছে।
ধানমন্ডিতে কার বাসায়!
একটা সুসজ্জিত গেষ্টহাউজে উঠেছি।
ধানমন্ডিতে আবার গেষ্ট হাউজ আছে জানতাম না তো!
আরো ঢাকা শহরে কত কী হচ্ছে। ঢাকায় থেকেও জানো না! আসবা নাকি দেখা করতে!
আমার অত সময় নেই।
ভালো কথা তোমার বেবি কেমন আছে।
ভালো আছে।
ব্রেষ্টফিড করেতো!
করবে না কেনো!
পুত্রের বাবার অসুবিধা হয় না!
হলে হবে।
কী নাম রেখেছো!
এখনও ফাইনাল রাখিনি। একটা নাম দাও।
একটা নাম দেবো। রাখতে হবে কিন্তু।
কথা দিচ্ছি না। পছন্দ না হলে রাখবো কেনো।!
তোমার বাবুকে দেখতে আসবো না!
আপনি কতদিন আছেন!
জানিনা। যতদিন বলবা।
ফাজলামি রাখেন। ওকে ঠিক আছে। পরে কথা হবে। বাবু কাঁদছে।
বজলু বুঝতে পারছে মিলা বেশী বাড়তে চায় না। হয়ত সত্যি সত্যি বাচ্চা কাঁদছে। কে জানে। বজলুর একটাই সমস্যা মন বুঝতে পারে না। দু'বছরের ব্যবধানে মানুষ কত বদলে যায়। তবু যে কথা বলেছে মিলা। গত দু'বছর বলতে গেলে যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু বজলু পরিষ্কার জানতে চায় বজলুর প্রতি ওর সেই দুর্বলতাটা আছে কিনা। বজলুকে আগের মতো পেতে চায় কি না। (চলবে)
জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
Toronto
jasim.mallik@gmail.com